রোহিঙ্গাদের ফেরাতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বাড়ানোর আহ্বান রাষ্ট্রপতির



ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে যুক্তরাজ্যসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। একই সঙ্গে ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের সুরক্ষা এবং মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

বুধবার (১১ নভেম্বর) বঙ্গভবনে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য ডাচেস অব এডিনবার্গ সোফি হেলেন জোনসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ সফরে এসে তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতে রাষ্ট্রপতি বলেন, ডাচেস অব এডিনবার্গের বাংলাদেশ সফর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য আশাব্যঞ্জক। বিশেষ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে থাকা নারী ও শিশুদের বিষয়টি সামনে আনতে এ সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁর রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে চলমান মানবিক সংকটের প্রতি আরও মনোযোগ তৈরি হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা সংকটের ভার বহন করতে গিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। একই সঙ্গে এ সংকট আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ দেশে ফেরার উপযোগী পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি।

সাক্ষাতে ডাচেস অব এডিনবার্গকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন, চক্ষুস্বাস্থ্য এবং তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের প্রশংসা করেন। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন তিনি। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন স্বার্থকে ভিত্তি করে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণ সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

ডাচেস অব এডিনবার্গ তাঁর তিন দিনের বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভাগ করে নেন। এ সময় তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট) পরিদর্শনের কথা জানান। বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি, ক্ষমতায়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের অবদানেরও প্রশংসা করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, ডাচেস অব এডিনবার্গের এই সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বিদ্যমান বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গভীর হবে।

সাক্ষাতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার এবং ডাচেস অব এডিনবার্গের সফরসঙ্গীরা উপস্থিত ছিলেন।